খিস্তোলজি

দিলীপ বাগচী

ন'দে জেলার ভাষা ও বাচন ভঙ্গীতে আকৃষ্ট এক মেদিনীপুরের বন্ধু একবার কৃষ্ণনগরে এলেন, শুধুমাত্র অনাবিল কৃষ্ণনাগরিক বচনামৃত শুনতে । সারাদিন শহরে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি ফিরে বললেন, 'দাদা কৃষ্ণনগরের ভদ্র সন্তানরা দেখছি ইতরজনের ব্যবহারের জন্য একটিও খিস্তি জমার ঘরে রাখেনি । লোকে অকারণ, স্বাভাবিক কথোপকথনে এত অশ্লীল কথা ব্যবহার করতে পারে এবং নির্বিকার চিত্তে - কৃষ্ণনগরে না এলে এমনতরো অভিজ্ঞতাটা হতো না ।' আধুনিক পোষাক, চিত্রতারকা-অনুপ্রাণিত কেশবিন্যাস, সুন্দর চেহারা - এসব কিছুর ভেতর থেকে যখন প্রতিটি বাক্যে - 'আদ্যান্তে চ মধ্যে চ' যৌনাঙ্গবিশেষের নাম উচ্চারিত হয়, তখন ঐ বহিরঙ্গের চাকচিক্যে যে অন্তরের রুচির প্রতিফলন বিন্দুমাত্র ঘটেনি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না । অথবা বহিরঙ্গের ঐ 'আধুনিকতা' অন্তরঙ্গের ঐ রুচির প্রকাশ কিনা তাই বা কে বলতে পারে । খিস্তি নাকি বাক্যের 'মাত্রা' যোগায় । আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি আদিবাসী সমাজে খিস্তির ব্যবহার অতীব অল্প । প্রবল অসন্তোষ তেমন কিছু না ঘটলে ওই অপভাষা ব্যবহৃত হয় না সে সমাজে । অর্থাৎ দেখা যায় যে মনে ক্রোধ বা ক্ষোভ থাকলে তা প্রকাশের পথ খোঁজে যেমন হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে, তেমনি অশ্লীল খিস্তির মাধ্যমে । কাজেই খিস্তির মাধ্যমে কারো মনের ভেতর জমে থাকা ক্রোধ বা ক্ষোভ বিরেচিত হচ্ছে, ফলে মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার সাধিত হচ্ছে বলা যায় । অতএব ধরা যেতে পারে হিংসার আশ্রয় নেবার উপায় নেই এমন দুর্বল নিরুপায় মানুষ তার মনের ক্রোধ বা ক্ষোভ মেটাতে খিস্তির আশ্রয় নেয় । শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের মুখে সেজন্য খিস্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি । কিন্তু অত্যাচারী বলশালীর মুখেও খিস্তি শোনা যায় । সে হিংসা প্রয়োগের সাথে সাথে খিস্তি প্রয়োগ করে থাকে । শারীরিক উৎপীড়নের সাথে সাথে মানসিক উৎপীড়নের চাটনী হচ্ছে খিস্তি । আবার খিস্তি প্রয়োগ করে কাউকে উত্তেজিত ও প্ররোচিতও যেমন করা যায়, তেমনি আবার কাউকে থামিয়েও দেওয়া যায় - যদি তার রুচিবোধ ও আত্মসম্মান বোধ খুব টনটনে থাকে । খিস্তি হচ্ছে অক্ষমের প্রতিবাদের, প্রতিশোধের ও প্রতিরোধের হাতিয়ার । জীবনযাপনের গ্লানিতে ক্ষুব্ধ কৃষক বা গাড়োয়ান বেচারী পশুগুলোকেও খিস্তি দেয় ।

তবু খিস্তির প্রধান লক্ষ্য অবশ্যই মানুষ । খিস্তির অর্থই যদি কেউ

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

না বোঝে, তবে তাকে খিস্তি করে অতঃপর বলতে হবে, 'ওহে এবার তুমি রাগো, কারণ আমি এতক্ষণ তোমাকে যা বললাম তার প্রতিক্রিয়ায় তুমি যদি না রাগ কর, তবে আমার তাবৎ গালিগালাজ যে মাঠে মারা যায়।' এরকম অপাত্রে খিস্তি না করাই সঙ্গত। মর্নিং স্কুল সেরে এসে পন্ডিতমশাই ঠাঠা রোদ্দুরে খ'ড়েনদীর বালুচরে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম মাঝিকে পরিত্রাহি ডাকছেন পার ক'রে দিতে। ক্ষুদিরাম গঞ্জিকার কল্কেতে শেষ টান দিয়ে নৌকোয় এসে পৌঁছতে বেশ কিছু দেরী করল। নৌকোতে উঠেই পন্ডিতমশাই 'বিষ্ণুর তৃতীয় অবতারের শাবক' বলে সম্ভাষণ শুরু করে যৎপরোনাস্তি গালিগালাজ করলেন। পাড়ে আসতেই নেমে গট্‌গট্‌ করে চলে গেলেন। অন্যান্য যাত্রীরা ক্ষুদিরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'গ্যাজা না খেয়ে পারটা আগে করে দিলেই হত, শুধু শুধু এত অপমান হতে হত না!' ক্ষুদিরাম দন্ত বিকশিত করে বলল, 'দা'ঠাউর অপমান কল্যো, আমি অপমান হলাম না।'

খিস্তি কোনও মানুষের শারীরিক ক্ষতিসাধন না করলেও মানসিক বিকার সৃষ্টি করে বলেই ওটা মানুষের প্রতি প্রযোজ্য। এ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজে মানুষ যখন প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম ক'রে টিকে ছিল, তখন তার খিস্তি ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল না। মানুষ যখন মানুষকে উৎপাদনের স্বার্থে জবরদস্তি ব্যবহার করতে লাগল তখনই খিস্তির উদ্ভব হ'ল - এরকম একটা অনুমান করা যেতেই পারে। যে ক্রীতদাস শ্রেণীর মানুষকে সুবিধাভোগী মানুষ জন্তুর চেয়ে বেশি মর্যাদা দিতে রাজী ছিল না, তারাই প্রথম মানুষকে বিভিন্ন জন্তুর বংশধর সম্ভাষণ ক'রে গাল দিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, জন্তু সম্ভাষণে যে গালিগুলি দেওয়া হয়, তাতে মানুষের উৎপাদনের কাজে ও অন্যান্য উপকারী যে সব জন্তু ব্যবহৃত হত ও হয় সেগুলিকে গালিগালাজের জন্য তুলনীয় বলে গণ্য করা হয় না। অর্থাৎ ক্রীতদাসদের তথা শ্রমজীবী মানুষের চেয়ে সে সব জন্তুকে অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়। অনেকে সে ধরনের গৃহপালিত জন্তু বিশেষকে নিজেদের মা বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। সেই জন্তু আবার ভগবানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। এই স্তরের অপর এক প্রাণী সম্পর্কে ইংরাজী রচনা শুরু হয়, 'The horse is a noble animal', বলে। হিংস্র বন্য প্রাণীর কারো কারো সাথে নিজের নাম যুক্ত করে অনেকেই গর্বিত হন। স্থূলকায় বা স্থূল বুদ্ধির (বা নির্বোধ) ব্যক্তির সাথে যে দু'একটি প্রাণীর নাম তুলনীয় তারা মোটামুটি নির্দোষ প্রাণী ; ফলে ওটা গালির পর্যায়ে পড়ে না! ধূর্ততা বুঝাতেও বন্যপ্রাণী বিশেষের

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

নাম ব্যবহৃত হয়, সেটাও খিস্তি নয়, বরং অনেক সময় প্রশংসা সূচক। কয়েকটি এমন গৌরব বর্ধক পশুনাম যুক্ত নাম উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যাক, 'বাংলার বাঘ', 'বাঘা যতীন', 'টাইগার পতৌদি', 'Richard the Lion Heart,' "Lion Heart Mr. X,' 'Desert Fox' (জেনারেল রোমেল), 'সিংহ বিক্রম' ইত্যাদি। 'হস্তিমূর্খ,' 'হাতির খোরাক,' 'শ্বেতহস্তি পোষা,' 'ধোপার গাধা,' 'চিনির বলদ,' 'গাধা,' 'গরু' ইত্যাদি কোনও তেমন ক্ষতিকারক গালাগাল নয়। অনেক সময় সহানুভূতি বা স্নেহ-সহও এসব পশুর নামে সম্ভাষণ করা হয়। শিক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে দুষ্টু-দুরন্ত-ফাঁকিবাজ-বোকা ছাত্র/ছাত্রীরা 'গরু' 'গাধা' 'বাঁদর' ইত্যাদি সম্বোধন পেতে হকদার এবং উক্ত সম্বোধক শিক্ষকও তাঁর ছাত্রজীবনে তাঁর শিক্ষকদের কাছে অমন সম্বোধন পেয়েছেন এটা ধরা যেতে পারে। অতএব ঐ সব সম্বোধন ঐতিহ্য মন্ডিত ও ঐতিহ্য বাহিত। প্রবীণ বয়সে যখন নস্টালজিক হতে ভাল লাগে, তখন ছাত্রজীবনের ঐসব তিরস্কার সহ প্রহারের স্মৃতি আমরা কত না আহ্লাদের সাথে স্মরণ করি! খিস্তির জন্য গোটা দু'তিন পশু নির্ধারিত। কেন? পাঠকরাই বিচার করুন! আবার 'হারামজাদা' একটি সহনযোগ্য গালি, যদিও ওটা বঙ্গানুবাদে খিস্তি!

অতঃপর আসে অনৈতিক বা বিষম যৌন সম্পর্ক নিয়ে যেসব খিস্তি আছে সেগুলি। সমাজে নৈতিকতার নিরীখ যাজক সমাজ কর্তৃক প্রবর্তিত হবার পর এবং শাসকশ্রেণীর আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে তার কঠোর প্রয়োগ ও মান্যতা আদায় নিশ্চিত হবার পর এরা জন্ম নিয়েছে। এক সমাজের নৈতিকতার মানদন্ড অন্য সমাজের নৈতিকতার মানদন্ডের সাথে নাও মিলতে পারে বা সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। ফলতঃ যে ধরনের যৌন সম্পর্কের উল্লেখ এক সমাজে খিস্তি হিসাবে পরিগণিত হবে, তা অন্য কোন সমাজে স্বাভাবিক বিধায় আদৌ খিস্তি হিসাবে গণ্য হবে না। কথায় আছে 'এক দেশের গালি, অন্য দেশের বুলি'। বিবাহ শব্দটির কথ্যরূপ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম। ন'দে জেলার কথ্যরূপটি দক্ষিণ পশ্চিম মেদিনীপুরে বা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠির আঞ্চলিক প্রয়োগ পার্থক্যই যখন এত ভয়াবহ, তখন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে নিশ্চয় আরো বিতিকিচ্ছিরী অবস্থার উদ্ভব ঘটে। যাঁরা বাইরে বেড়াতে যান, তাঁরা অনেকেই নিশ্চয়ই এমন ধারা লজ্জাকর অস্বস্তি বা এমনকি বিপদেও পড়েছেন। তবে পশু সম্পর্কিত খিস্তির চেয়ে যৌনতা সম্পর্কিত খিস্তি যে অনেক বেশি অশ্লীল ও উত্তেজক এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা বিদেশী খিস্তি ভান্ডার থেকে বহু খিস্তি নিয়ে এদেশের খিস্তি ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছি। ইংরাজী

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

খিস্তি অনেক বেশি মোক্ষম ও সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য হয় । অতীব ক্রোধে বঙ্গ সন্তানরা হিন্দী ও ইংরাজী ব্যবহার করাটাই সঙ্গত বোধ করেন । রাগের সময় বক্তা ও শ্রোতার একবারও মনে হয় না যে 'ননসেন্স'টা আদৌ খিস্তি বা গালি নয় । ইংরাজী গালি অনেকের কাছেই প্রবল অসম্মানের ।

আবার দেখুন সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে বহু শব্দের অর্থ সংকোচ বা অর্থপ্রসার ঘটে । এটা সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । এটাই ভাষার গতিশীলতার লক্ষণ, ফলে, প্রয়োগগত অর্থ পার্থক্য ঘটে যায় । অনেক সময়, একদা সহজ সরল বুৎপত্তিগত অর্থে যে শব্দের ব্যবহার নির্দোষ ও অতিপ্রচলিত ছিল সমাজে, এখন সেই একই শব্দের প্রয়োগ তির্যক হয়ে অশ্লীল হিসাবে গণ্য হচ্ছে । সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখলাম মাইকেল, দীনবন্ধু প্রমুখ কিছু নাট্যকারের পুরানো প্রহসনের চিত্রনাট্যরূপ চিত্রায়িত করতে গিয়ে সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাধা পেতে হচ্ছে । কারণ তাতে নাকি এমন অনেক শব্দ আছে যা আজকের রুচিতে, আজকের মাপকাঠিতে অশ্লীল খিস্তির পর্যায়ে পড়ে ! তাজ্জব ব্যাপার ! অথচ বছর ১৫/২০ আগেও ঐসব নাটক বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নির্বিবাদে অভিনীত হয়েছে । আর এগুলির সমসাময়িক কালে ঐ সব নাটকের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ । যাই হোক, তাহলে দেখা যাচ্ছে কালের মাপকাঠিতে খিস্তিটা হচ্ছে একটা আপেক্ষিক বিষয় । অ্যাবসলিউট খিস্তি বলে কিছু আছে কিনা, অতএব, বলা বেশ শক্ত । এটা গভীর গবেষণার বিষয় । এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে নামের আগে ড-এ বিসর্গ লাগানো যাবে কিনা, তা ভাষা না সমাজ, কোন বিজ্ঞানের অধ্যাপক বলবেন তা আমি জানি না । তবে নামের আগে প্রথমিকভাবে ড-এ বিসর্গ বসাতে যে তিনটি ইংরাজী বর্ণ নামের পরে বসে, খিস্তি রসিকরা তাদের অর্থ বিশ্লেষণটি যা করেছেন তা আর কহতব্য নয় । আরে মশাই, ভূনিম্নস্থ কান্ড বিশেষও খিস্তিতে পর্যবসিত, তা খেলেও রক্তের চাপ জনিত ব্যাধি, আবার শুনলেও মাথায় রক্ত চড়ে যায় ।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে খিস্তি নিয়ে রসিকতা এবং বেশ ভালরকমের বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা করা যায় । আমাদের বেশ কিছু অগ্রজ প্রতিম (অনেকেই আজ প্রয়াত) কৃষ্ণনাগরিক বুদ্ধিদীপ্ত আদিরসাত্মক রসিকতায় প্রায় প্রবাদপ্রতিম হয়ে আছেন । আমাদের সমসাময়িক কয়েকজনও আজ পর্যন্ত সেই ঐতিহ্য টেনে নিয়ে চলেছেন । নাম করলে প্রশংসা হবে না নিন্দা হবে, ভেবে না পেয়ে নাম আর করলাম না । অবশ্য আদিরসের ব্যাপারে সেই আদ্যিকাল থেকেই কৃষ্ণনগরের নাম আছে । রসের সাগর কৃষ্ণনগরে আদি রসের ভিয়েন বেশ

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

পুরানো । আদি রসের রসিকতা উনবিংশ শতকের সাহিত্যে কম বেশি দেখাই যায় । তবে রসিক জন তো চাই । নইলে ভাল করতে গিয়ে মন্দ হবে, হাসাতে গিয়ে হেঁসোতে ধার, এ যুগের আদি রসের ভিয়েনদার হাঁক দেবেন, 'হ'ল তো । আগেই বলেছিলাম, নাও, ডাকো এবার 'মেল-গাইনি' কে !'

সুদীর্ঘকাল ধরে খিস্তি দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে । এটা এক ধরনের রুচি বিকৃতি । এই রুচি বিকৃতি এখন অভ্যাসে পরিণত । এসব ক্ষেত্রে খিস্তি প্রায় বাক্যালংকার অব্যয় । যে ব্যবহার করে তার সে ব্যাপারে সচেতনতা এতই ভোঁতা হয়ে যায় যে, যদি তাকে বলেন, ''কথায় কথায় এত 'শালা' বলিস কেন ?'' উত্তরে সে অম্লান বদনে বলবে, ''কোন 'শালা' বলেরে, আমি 'শালা' বলি - ডাক দি'নি সেই 'শালা'কে !'' যুব ছাত্র সমাজে, সবিশেষ তথাকথিত ভদ্রসন্তানদের ক্ষেত্রে খিস্তি ব্যবহার স্মার্টনেসের প্রকাশ বলে গণ্য হয় সবিশেষ কৃষ্ণনগরে । তারা শৈশব থেকে সচেতনভাবে খিস্তি ব্যবহার করে নিজেকে দুঃসাহসী ও স্মার্ট হিসেবে পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় - তারপর সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় । সমাজ পরিবেশে অনৈতিক যৌনাচার ও নানা ধরনের দুর্নীতি আর গোপন করার দরকার নেই আজকাল ; যেমন 'বেআইনী' চুল্লু এখন প্রায় স্বীকৃত কুটির শিল্প । যুবছাত্র সমাজের সামনে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও আদর্শ ব্যক্তিত্ব নেই, ভ্রষ্টাচারের শীর্ষে রাজনৈতিক নেতারা, নৈতিকতা পেশীশক্তির অঙ্গুলি হেলনে চলছে । ফলে, এমন পরিবেশে নীতি বাক্য যেন খিস্তির মত অশ্রাব্য ও অশ্লীল মনে হয় । কোনও মদ্যপ বেশ্যাসক্ত নীতিকথা আওড়ালে, তার চেয়ে নৈতিকতার বড় ধর্ষণ আর কি হতে পারে ? সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রাষ্ট্রনায়ক তথা রাজনৈতিক নেতারাও এটাই চান । শারীরিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মধ্যে তরুণ সমাজ যত ডুবে থাকবে, শাসকরা ততই নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে থাকবেন বিদ্রোহের সম্ভাবনা থেকে দূরে । ধর্ম নিয়ে যাঁরা রাজনীতি করছেন তাঁরাও, নিজ ধর্মের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে কদর্য ও ভয়ংকর অত্যাচার মিশ্রিত অশ্লীলতা চলে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন না, বিরোধিতা করেন না । কারণ ওটা ধর্মীয় মাদকতা বলে তাঁরা মনে করেন, যে মাদকতা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বাহন রথকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও যাবে । বহিরঙ্গে পরিশীলিত ও মার্জিত রুচি প্রদর্শনকারী সমাজের যে সব ব্যক্তিরা কাঁচা খিস্তি শুনে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে হয়তো তাঁরা অতীব কদর্য নৈতিক জীবন যাপন করেন । যাঁরা ফিল্ম সোসাইটির সদস্য হয়ে

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

আর্ট ফিল্ম নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার আসরে বসেন, হয়তো তাঁদের কেউ কেউ ততোধিক আগ্রহ নিয়ে গোপন বাসরে নীল ছবি দেখছেন ! আজকের সমাজে সভ্যতার অর্থ হয়ে যাচ্ছে দ্বৈত ভূমিকা, যাকে ইংরাজীতে বলে double standard ! তাই অনৈতিকতার বিরোধিতা করার নৈতিক সাহস ও সততা আমরা দ্রুত হারাচ্ছি । বহু শ্রমিক নেতার মতে খিস্তি সর্বহারার ভাষা, ওটা শ্রেণীঘৃণার ভাষা । খিস্তি, 'মদ-জুয়া' এবং 'ইয়ে' নাকি তাদের মত 'গরীব' লোকের 'ওনলি রিক্রিয়েশন' । ওসব ছাড়াতে গেলে ট্রেড ইউনিয়ন উঠে যাবে ! অবশ্য এই সব শ্রমিক নেতা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোক । শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে তাঁদের অনুকম্পা মিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গীই এমন ধারণার জন্ম দেয় । ছত্রিশগড়ের শঙ্কর গুহ নিয়োগীর (শহীদ হয়েছেন) ইউনিয়নের শ্রমিকরা ঐ সব 'রিক্রিয়েশন' থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন ।

খিস্তি আবার কোন কোন চাকরীর অলিখিত শর্ত । রাজনৈতিক বন্দীকে ধরে নিয়ে গিয়ে তারপর চলে 'জিজ্ঞাসাবাদ' । প্রারম্ভে সুদর্শন পুলিশ অফিসার প্রথমেই জানালেন যে তিনি কোনও এক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অথবা কলেজের শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি 'কনিষ্ঠগোপাল থেকে দারোগা' হননি । এম এ পাশ এবং রীতিমত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই চাকরীতে এসেছেন । তারপর ওমুক কোথায়, তার বন্দুক কোথায় ইত্যাদি গুটিকয় প্রশ্নের উত্তর না পাবার পর উক্ত পুলিশ অফিসার, যিনি তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ছাত্র জীবনে বামপন্থী ছিলেন ও গণসঙ্গীত গাইতেন, হঠাৎ বন্দীর মা এবং বোনের সাথে নিজের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে খিস্তি ও তৎসহ প্রহার শুরু করলেন । যৌন বিকৃতির (বলাবাহুল্য কৃষ্টিবিকৃতিরও) শিকার এইসব 'প্রতঃস্মরণীয়' পুলিশ অফিসার ব্রিটিশ আমলের পুলিশ অফিসারদের (সিনেমা '৪২', 'বৈশাখী মেঘ' দ্রষ্টব্য) যে কান কেটে নিতে পারেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । এইসব মানসিক বিকার ও বিকৃতি তাদের প্রমোশনের সহায়ক ! অর্চনা গুহ, অসীমা পোদ্দার প্রমুখ মহিলা রাজবন্দীদের কথা ভাবুন । ঐ পুলিশ অফিসারদের বা বানতলায় নারী ধর্ষণকারীদের অত্যাচারকে যদি 'পাশবিক' আখ্যা দেন, তবে পশুরা আপনার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেবে ! কারণ পশুদেরও একটা এথিক্স্ আছে - কি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে, কি মিথুন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে । মানুষ হচ্ছে সেই 'সভ্য' পশু তথা পশু সমাজচ্যুত সেই ব্রাত্য প্রাণী, যার কোনও এথিক্স্, ওসব কেন, কোনও ব্যাপারেই নেই । হয়তো এ কারণেই ফিলানথ্রপিস্ট হবার চেয়ে 'পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি' বা 'কোনাল ক্লাবের' সদস্য হওয়াটা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

কারো কারো কাছে অনেক বেশি মার্জিত মানবিকতার পরিচয় বহন করে ! আমরা কি একটু পশু হতে চেষ্টা করতে পারি না ? ব্রিটিশ আমলে শোনা একটি গল্প বলি । পুলিশ ট্রেনিংয়ে নাকি তখন শেখানো হ'তো কি ভাবে খিস্তি প্রয়োগ করতে হয় । পাছে স্বদেশী বাবুদের প্রতি খিস্তি প্রয়োগে কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ হয়, তাই নাকি ট্রেনিদের শ্রদ্ধেয়দের ছবি সামনে রেখে খিস্তি করানো হত । যাই হোক, একবার ঐ রকম এক ট্রেনি নাকি তাঁর একটি পোষা টিয়াকে খিস্তি শেখাচ্ছিলেন । এমন সময় ইংরেজ পুলিশ সাহেব (এস পি) সেখানে এসে হাজির । বেচারী ট্রেনির তখন 'Cow dung in tail' অর্থাৎ ল্যাজে গোবরে অবস্থা ! (পাঠক হাসবেন না, উনবিংশ শতাব্দীর পেশকার বাঙ্গালী বাবুদের এ'সব ইংরাজী এখন communicating উদ্দেশ্যে বাম সরকারের প্রাণান্তকর প্রয়াসে আমাদের সন্তানরা শিখে নিয়ে একবিংশ শতককে উদ্ধার করবে ।) দু'হাতে সাহেবকে সেলাম করে বললেন, 'স্যার আমি ওকে শেখাচ্ছি যে ঐ সব খারাপ কথা, ওগুলো কাউকে বলতে নেই !' সাহেব তার পিঠ চাপড়ে আদর করে বললেন, 'ইয়ু ব্লাডি বাস্টার্ড ! হোয়াই ডোঞ্চু ট্রেইন ইট আপ উইথ দি জেম্‌স্ ফ্রম দি ব্রিটিশ ভোক্যাবুলারি ! টুমি শালা ভাবিটেছে যে ব্রিটিশ রুল জল্‌ডি খটম্ হইটেছে ! টুমি বানচট্ স্বডেশী আছে !' সে বেচারীর চাকরী গিয়েছিল কিনা জানি না । নেহাৎই গল্প । তবে হলপ করে বলা যায় যে এটা গল্প না হলে এবং তার চাকরী না গিয়ে থাকলে ঐ ব্যক্তি ১৯৪৭-এর পর উপমহাদেশের যে কোনও খন্ডে পুলিশের বড় বা মেজ কর্তা হয়েছিলেন নিশ্চয়ই । নইলে ট্রাডিশন বজায় রাখলো কারা ?

সিনেমা, টিভি, যাত্রা, বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চ - সর্বত্র সেক্স আর ভায়োলেন্স তাড়া করছে । টিভি-র ছোট পর্দায় বড় মাপের 'মন কেমন করা' স্বল্প ক্ষণের বিজ্ঞাপন-ফিল্মের দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী প্রভাবে প্রেম নেই, কাম আছে । রোমান্স নেই, রোমাঞ্চ আছে । গান নেই, বাজনা আছে, নিতম্বে কাঁপন ধরানো বাজনা । সংলাপ নেই, ডায়ালগ আছে । সৃষ্টি ছাড়া কৃষ্টি, আর কৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি । গাছ কেটে আগাছার চাষ । মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ । কোন ভাষা মাতৃভাষা ? কি দরকার মশাই, এত ভেবে ? কোনও মতে নিজের জিন্দগীটা কেটে গেলেই বাঁচি। কি দরকার পরের প্রজন্মের কথা ভেবে, দেশের কথা, দশের কথা ভেবে ? আমরা মশাই ক্ষুদিরামের মত অত উজবুক নই যে লোকের খেয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলব, আর আমাদের ছবি নিয়ে আপনারা কেউ ভোট কুড়োবেন, কেউ সর্ষের তেল, গন্ধ সাবান, স্যুটিং-এর ট্রেড মার্ক বানাবেন । অতএব যা চলছে, তাকে চলতে দাও । ডোন্ট পেঁয়াজী । চলছে, চলবে । কিন্তু কতদিন ?

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।